ভোরের কাগজ

16

তারিখ 22 MAR 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

ছাত্রনেতাদের ভর্তি কোটা

প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তি নিয়ে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটছে। ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে অবৈধভাবে কোটার দাবি করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ অন্যায় দাবি মানতে অপারগতা প্রকাশ করলে স্বার্থান্বেষী ছাত্রদের পক্ষ থেকে অধ্যক্ষের কক্ষসহ অন্যান্য কক্ষ ভাঙচুর, অধ্যক্ষের বাড়িতে ঢিল নিক্ষেপ, শিক্ষকদের গালিগালাজ করাসহ নানা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা সৃষ্টি করা হচ্ছে। গত বৃহস্পতিবারের ভোরের কাগজেই সিরাজগঞ্জ ও কুড়িগ্রামের দুটি কলেজে সংঘটিত এ ধরনের ঘটনার খবর ছাপা হয়েছে। আসলে এ ব্যাপারটা সারা দেশেই কমবেশি চলছে।

ছাত্রদের এহেন আচরণ কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তি হবে মেধার ভিত্তিতে। সেক্ষেত্রে কোনো অন্যায় বা দুর্নীতির ঘটনা ঘটলে ছাত্র সংগঠনগুলো প্রতিবাদ করবে—এটাই তাদের কাছে প্রত্যাশিত। কিন্তু তার পরিবর্তে তাদের কাছ থেকেই আসবে অন্যায় দাবি এবং সে দাবি পূরণ না হলে তারা আরো জঘন্য অন্যায়ে মেতে উঠবে— এটা কোনোভাবেই অভিপ্রেত নয়। ছাত্রদের পক্ষ থেকে এ ধরনের বিশৃঙ্খলা বা অরাজকতা সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে কোনো মহল থেকেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। বরং সরকারসহ সমাজের সকল সচেতন অংশেরই উচিত, এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষে দাঁড়ানো।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে তাদের অঙ্গ সংগঠনসমূহের এহেন অন্যায় কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে তাদের প্রভাব অব্যাহত রাখা বা বাড়ানোর অভিপ্রায়ে এ ধরনের কার্যকলাপকে অনুমোদন করে। কোথাও আবার কোনো কোনো ছাত্রনেতার ব্যক্তিস্বার্থও এর সঙ্গে জড়িত থাকে। এসবের অনিবার্য ফল হয়— কলেজ কর্তৃপক্ষের ওপর অন্যায় চাপ। সেই চাপের কাছে যারা নতি স্বীকার করেন তাদের খবর পত্রিকায় আসে না। যারা ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবে, তাদের সঙ্গে ছাত্রদের বিরোধ বাধে, স্বাভাবিকভাবে তাদের খবর পত্রিকায় ছাপা হয়। কিন্তু এ জাতীয় খবরের সংখ্যা কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের চাপের কাছে অসহায় হয়ে পড়েন। নানা কারণে অন্যায় দাবি মানতে বাধ্য হন।

আমরা এ অবস্থার অবসান চাই। ভর্তির ক্ষেত্রে মেধাই হবে একমাত্র যোগ্যতা। কোনো ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হলে সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে সেটা যোগ্যতার কোনো মাপকাঠি হতে পারে না। আমরা ছাত্র সংগঠনগুলোর কাছে আহ্বান জানাবো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারা সুস্থ পরিবেশ ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সচেষ্ট হবেন। আমরা আরও চাইবো, কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের অন্যায় দাবির কাছে নতি স্বীকার করবেন না। আশা করি, তারা সমাজের সকল সুস্থ অংশের সহযোগিতা নিয়ে অবশ্যই এসব চাপ মোকাবিলা করবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে যেকোনো মূল্যে প্রকৃত মেধা চর্চার কেন্দ্রে পরিণত করতে হবে।